যুগান্তর

তারিখ 19 JUN 2007 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলনে গুরুতর ত্রুটি

২০০৭ সালের এসএসসি, দাখিল ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণরা এখন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হবে। দেশের প্রায় সংশ্লিষ্ট সব কলেজেই ভর্তি ফরম বিতরণ চলছে। আগস্ট থেকেই অনেক কলেজে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। নতুন শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই পাঠ্যবই ক্রয় করছে। এসব বই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। নতুন সিলেবাসের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত বইটির নাম উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন। বইটির প্রথম মুদ্রণ হয়েছে জুলাই ১৯৯৮। সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের ক্ষেত্রে তারিখ দেয়া আছে আগস্ট ২০০৭। সংকলন ও রচনা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক। সম্পাদনা করেছেন সরকারি জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ। বইটির প্রথম দু'তিন পৃষ্ঠাতেই যেসব সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভুল দেখলাম তাতে খুব কষ্ট পেয়েছি। ভেবেছি এসব পণ্ডিত গুণীজনের নাম এভাবে আগাছার বাগানে ব্যবহার করা অনৈতিক। যারা স্কুল পর্যায় থেকে কলেজ পর্যায়ে আসছে তাদের কাছে বিষয়টি কত যে বিভ্রান্তিকর এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের জন্য তা কত যে বিব্রতকর, ক্লাস শুরু হলেই তা টের পাওয়া যাবে। সংকলনটির প্রথম পাতার অপর পৃষ্ঠায় 'প্রকাশিক' লেখা আছে, যা হওয়া [illegible] 'প্রকাশিত'। মান বণ্টন পাতায় 'সংকন' শব্দের ব্যবহার কেন হল বোঝা [illegible]তবে হওয়া উচিত সংকলন। একই পৃষ্ঠায় আছে 'অনুমোধিত' শুদ্ধরূপ [illegible]াদিত। এবার আসা যাক সূচিপত্র পৃষ্ঠায়। এখানে ব্লকের ভেতর লেখা আছে 'পদ্য'। তারপর ক্রমিক নম্বরের পরে কবিতার নাম। যথাযথ ক্রমিক নম্বর দিয়ে কবিতার নামের নিচে লেখা আছে ১১টি গল্প ও প্রবন্ধের নাম। গল্প-প্রবন্ধ কি কবিতা হয়ে গেছে! সূচিপত্রের কোথাও 'গদ্য' শব্দটি নেই।

বইয়ের সূচিপত্রানুযায়ী দুই নম্বর কবিতার নাম 'হৈমন্দী'। কী বিস্ময়কর! ক্রমিক নং তিন-এ আছে 'সাহিত্যে লেখা'। শুদ্ধরূপ হবে সাহিত্যে খেলা। সূচিপত্রে প্রাবন্ধিকের নাম দেয়া আছে 'রোকেয়া সাখাওয়াত'। বইয়ের ভেতরে আছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সূচিতে রয়েছে 'মুহাম্মদ আব্দুল হাই' ভেতরে আছে, মুহম্মদ আবদুল হাই। সূচিপত্রে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ আছে; কিন্তু ভেতরে হসন্ত-এর ব্যবহার নেই। সূচিপত্রে পুনরায় ব্লকে লেখা আছে 'কবিতা'। এখানে 'মাইকের মধুসূদন' আর ভেতরে মাইকেল মধুসূদন। সূচিপত্রে 'জসীম উদ্দীন' ভেতরে জসীম উদ্‌দীন। সূচি অনুযায়ী পাঞ্জেরী কবিতার রচয়িতা 'ফকরুখ আহমদ' ভেতরে আছে 'ফররুখ আহমদ'। এখানে 'আহম্মদ' আহমদ এবং আহমেদ তিন ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। 'পাঞ্জেরী' এবং 'পাঞ্জেরি' একই শব্দের বানান দু'ভাবে রয়েছে। 'ভট্টাচার্য্য' এবং ভট্টাচার্য একই শব্দের বানান দু'ভাবে আছে। কবির নাম 'শামসুর রহমান' লেখা আছে, যা হবে শামসুর রাহমান। বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ও মান বণ্টন পৃষ্ঠায় কম করে হলেও ১০ বার বিসর্গ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একবারও ব্যবহার করার কথা নয়। এসব স্থানে কোলন চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

কথা হচ্ছে, কলেজ পর্যায়ে নতুন শিক্ষার্থীদের হাতে এ বইটি তুলে দেয়া উচিত হবে কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাবতে বলি।

এবিএম ছিদ্দিক চঞ্চল
হোসেনপুর ডিগ্রি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

৭৮৮০
৪৪